দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ ... AUG. 03 2006 ...
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ১

ইসলামী শিক্ষার স্বকীয়তা রক্ষা করতে হবে

সরকারের মেয়াদের শেষ পর্যায়ে এসে ইসলামী আরবী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার দাবী কাটিয়ে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ফাজিল-কামিলকে ব্যাচেলর-মাস্টার্সের মান তোড়জোড় শুরু হয়েছে। নানা খোঁড়া যুক্তি দিয়ে এদেশের গণমানুষের দাবী উপেক্ষা ইসলামী শিক্ষার স্বকীয়তা বিনাশের অপচেষ্টা চালানো হচ্ছে। কথিত মান তোড়জোড়ের মধ্য দিয়ে মাদ্রাসাগুলোকে কলেজে পরিণত করারই পাঁয়তারা চলছে লক্ষ্য সামনে রেখেই জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে খণ্ডিত সিলেবাস ও মান বন্টনের ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে, যাতে অধিকাংশ ধর্মীয় বিষয় বাদ পড়ে যাবে। ইতোমধ্যে মা কমিটির বৈঠকে ইসলামী বিষয়গুলোর ৬শ' নম্বরের পাঠ্য বিষয় কমিয়ে ৪শ'তে ন বাকি ২শ' নম্বরে সাধারণ বিষয় সম্পৃক্ত করার বিষয়টি বিশেষভাবে আলোচিত হ ফলে ইসলামী বিষয়ের চেয়ে ফাজিল-কামিল শিক্ষার্থীদের ওপর সাধারণ ক বিশ্ববিদ্যালয়ের বিষয়াবলীর চাপ বেশী পড়বে। এতে করে মাদ্রাসা শিক্ষা অর্থাৎ ই শিক্ষা প্রচলিত স্বকীয়তা হারাবে। আরো যেসব বিষয়ে জোরালো সুপারিশ এসেছে মধ্যে রয়েছে, যেসব মাদ্রাসা ফাজিল-কামিলকে মানদানের জন্য বিবেচিত হবে, সেগু অবশ্যই ফাজিল-কামিলের জন্য পৃথক ক্যাম্পাস তৈরী করতে হবে। বলাবাহুল্য যে মানদানের বিষয়টি এগোচ্ছে, তাতে শর্তের বেড়াজালে গোটা প্রক্রিয়ার লক্ষ্য-উ আটকে যাবে। হাতে গোনা কয়েকটি মাদ্রাসা ছাড়া অন্যদের পক্ষে এসব শর্ত সহসা করা সম্ভব হবে না, হওয়ার কথাও নয়। সংশ্লিষ্ট কমিটির একজন সদস্যের বরাত খবরে বলা হয়েছে, যে শর্তের কথা বলা হচ্ছে তাতে ৫০/৬০টি মাদ্রাসা ব বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্তির সুযোগ পেলেও আরো প্রায় ৯শ' মাদ্রাসার ফাজিল-কা ক্ষার্থীরা এই ডিগ্রী অর্জনের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হবে। ফলে মাদ্রাসা শিক্ষায়ও নতুন বৈষম্য সৃষ্টি হবে। ২০০৬-০৭ শিক্ষাবর্ষের আগে শিক্ষা কার্যক্রম শুরুও করা যাবে না। স্পষ্ট হয়ে ওঠেছে যে, বর্তমান জোট সরকারের শরিক জামায়াতে ইসলামী রাজনৈ ফায়দা লোটার জন্যই বিষয়টি নিয়ে তোড়জোড় শুরু করেছে। আর তাতে এফিলিয়েটিং ক্ষমতাসম্পন্ন স্বতন্ত্র ইসলামী আরবী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ফাজি ব্যাচেলর ও কামিলকে মাস্টার্সের মানে উন্নীত করার যুগ যুগের গণদাবী রাজনীতির ফেলে আটকে দেয়ার অপচেষ্টাই স্পষ্ট হয়ে ওঠছে।

ফাজিল-কামিলকে ব্যাচেলর ও মাস্টার্সের মানদানের জন্য এফিলিয়েটিং ক্ষমতা ইসলামী আরবী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা, কওমী মাদ্রাসার সনদের স্বীকৃতিদান, ফা কামিলকে ব্যাচেলর-মাস্টার্স মান প্রদান এবং এ দু'টি ডিগ্রী অর্জনকারীদের বি পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টির দাবী দীর্ঘকালের। এ দাবীতে ওলেমা-মাশা শিক্ষাবিদ, রাজনীতিক সকলেই সোচ্চার। এ দাবী এখন জাতীয় দাবীতে পরিণত হ সর্বোপরি, মাদ্রাসা শিক্ষিতদের সুযোগ দেয়ার মাধ্যমে সৎ ও নৈতিকতাসম্পন্ন এমন সম্পদ গড়ে তোলা সম্ভব, যার ফলে ঘুষ-দুর্নীতি, অন্যায়-অবিচার উচ্ছেদ করে দে সমৃদ্ধির দিকে এগিয়ে নেয়া এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে দুর্নাম ঘুচিয়ে সুনাম বৃদ্ধির সুযো করা যাবে। বলার অপেক্ষা রাখে না, বর্তমান প্রেক্ষাপটে জাতীয় জীবনের বিভিন্ন ধর্মীয় নৈতিক শিক্ষায় শিক্ষিতদের দায়িত্ব পালনের সুযোগদান বৃহত্তর স্বার্থেই অপরি দেশবাসী সঙ্গতকারণেই আশা করেছিল যে, জোট সরকারের আমলে এ দাবীর বাস্ত হবে। সরকারের পক্ষ থেকেও এ ব্যাপারে ইতিবাচক মনোভাব প্রকাশিত হয়েছিল। সরকারের মেয়াদকালের শেষ বাজেটেও স্বতন্ত্র ইসলামী আরবী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতি আর্থিক বরাদ্দ না থাকায় জাতীয় সংসদেও সরকারী ও বিরোধী দলীয় সংসদ সদস্য ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য, বিভিন্ন সময়ে সরকার কর্তৃক গঠিত এব কমিশনের রিপোর্টেও ঢাকায় একটি এফিলিয়েটিং ক্ষমতাসম্পন্ন ইসলামী ও বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা এবং তার অধীনে ফাজিল ও কামিলকে ব্যাচেলর ও মাস্টা সমমান প্রদানের সুপারিশ করা হয়েছে। অথচ নানা ফন্দি-ফিকির করে মূল দাবীকে কাটিয়ে মাদ্রাসা শিক্ষাকে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনস্থ করার অপচেষ্টা চালানো হ আর সরকারের মেয়াদকালের শেষ পর্যায়ে পৌছে তা বাস্তবায়নেরই তোড়জোড় চা জোট সরকারের এই শরিক দল।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমে ফাজিল ও কামিলের ব্যাচেলর ও মাস্টার্সের মানদানে মূল্য ঝুলিয়ে দেয়ার চেষ্টা চলছে, এতে রাজনৈতিক ফায়দা হাসিলের চেষ্টা যতই থাকুব যে জাতীয় দাবীর পরিপূর্ণভাবে বাস্তবায়িত না করে দেশের মাদ্রাসা তথা ইসলামী শি ক্ষেত্রে একটি বিশৃংখল পরিস্থিতি সৃষ্টি করবে, এটা এখন যথেষ্ট স্পষ্ট হয়ে ওঠেছে। ফি করে মাদ্রাসা শিক্ষার ভেতরই নতুন করে বৈষম্য সৃষ্টি হবে এবং পরিণতিতে এদেশে ম শিক্ষার ভবিষ্যৎকে অনিশ্চিত অবস্থায় ঠেলে দেয়া হবে মাত্র। আর এর দায়-দায়িত্ব আ অতি উৎসাহীদেরই বহন করতে হবে। দীর্ঘকাল ধরে এদেশে মাদ্রাসা শিক্ষা একটি ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। জাতীয় জীবনে মাদ্রাসা শিক্ষার মানোন্নয়নের পদক্ষেপটিও তাই হবে মজবুত ভিত্তিনির্ভর। আর এ কারণেই স্বতন্ত্র ইসলামী আরবী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা তার মাধ্যমে ফাজিল ও কামিলের ব্যাচেলর ও মাস্টার্স-এর মর্যাদা প্রদান ছাড়া এক্ষেত্রে শর্টকাট বা জোড়াতালি দেয়া কোন ব্যবস্থা সঙ্গত নয়, সম্ভবও নয় এবং জাতি তা ম মেনেও নেবে না। এ ধরনের যে কোন তৎপরতা শতকরা ৯০ ভাগ মুসলমানের এদেশ ইসলামী তথা নৈতিকতা, মানবতা ও মানব কল্যাণের শিক্ষার ভিত্তি দুর্বল করে অপচেষ্টা হিসেবেই গণ্য হবে মাত্র। সরকারকে এই বাস্তবতা সামনে রেখেই ইসলামী শি স্বকীয়তা বজায় রাখার লক্ষ্যে সুচিন্তিত যত্নশীল পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।